আজকের কাগজ

তারিখ 13 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

18

প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের প্রতি বিনীত আবেদন

ছাত্রছাত্রীর দু'টি কলেজের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধন অর্থাৎ দ্বৈত নিবন্ধনের পিছনে থাকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রচেষ্টা। সাধারণত শহরের কলেজ থেকে বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রী যারা পরের বার মফস্বল কলেজ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কম পরিশ্রমে পরীক্ষায় সফলতা অর্জনের প্রয়াসী তারাই অবৈধভাবে একাধিক কলেজের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে যে কলেজে পরীক্ষায় নকলের সুযোগ অধিক দেয়া হয় সেই কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষা বোর্ডের বিধি অনুসারে একবার কোনো ছাত্র যে কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয় পরেরবার তাকে একই কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এই বিধিকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে ছাত্রছাত্রীরা পরেরবার নতুনভাবে মফস্বল কলেজে ভর্তি হয়। এ ভর্তির সময় শিক্ষা বিরতির প্রমার্জন প্রত্যয়নপত্র কলেজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সঙ্গে দাখিল করতে হয়। যেহেতু তারা নিয়মিত ছাত্রছাত্রী নয়।

কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের দেয়া শিক্ষা বিরতির প্রমার্জন প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে যে পত্রে নিশ্চিতভাবে অবহিত করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী পূর্বে কোনো কলেজে ভর্তি হয়নি। অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা তখনই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে।

দ্বৈত নিবন্ধন পরীক্ষাঙ্গনে একটি মারাত্মক অপরাধ। কারণ এতে ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের লাইসেন্স পেয়ে যায়। বিশেষ বিশেষ কলেজে শিক্ষা বিরতি যুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যাধিক এবং কলেজ কর্তৃপক্ষই প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের থেকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বোর্ডের প্রমার্জন প্রত্যয়নপত্রের ব্যবস্থা নেয়। কুমিল্লা বোর্ড শিক্ষা বিরতির প্রমার্জনা প্রত্যয়নপত্রের নমুনা ফরম কলেজকে সরবরাহ করে, যাতে প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার শুধু স্বাক্ষর দিলে চলে না স্পষ্টাক্ষরে তাঁর নাম লিখে পদবীর সীলমোহর দিতে হয় এবং অধ্যক্ষকেও প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষ সঠিক মন্তব্যপূর্বক স্বাক্ষর করতে হয়।

বিগত শিক্ষাবর্ষে কুমিল্লার কোনো এক থানার মেডিক্যাল অফিসার একই শিক্ষাবর্ষের দুই শতাধিক অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা বিরতি প্রমার্জন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন। তদন্তে দেখা যায়, তার মধ্যে লাকসাম নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি কলেজের আগের বছরের পরীক্ষায় অকৃতকার্য ১৩ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ঐ মেডিক্যাল অফিসারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি তাঁর তদন্তাধীন।

অনেক সময় দেখা যায় একই অফিসার অনেকগুলো প্রত্যয়নপত্র দিয়ে থাকেন। এই কর্মকর্তাকে যদি বোর্ড অফিসে তলব করে ফটো দেখে ঐ ছাত্রগুলোকে সনাক্ত করতে বলা হয় তিনি কি তা পারবেন? আইনের দিক দিয়েও তিনি বিপদগ্রস্ত হচ্ছেন নয় কি?

অতএব, প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তাদের প্রতি আমার বিনীত আবেদন তাঁরা যেন কেবলমাত্র সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে অর্থাৎ যে ছাত্রছাত্রী সত্য সত্যই কোনো কলেজে ভর্তি হয়নি তাকেই শিক্ষা বিরতি প্রমার্জনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন, যাতে অসৎ ছাত্রছাত্রীরা দুর্নীতির প্রশ্রয় না পায়।

মানুষ গড়ার দায়িত্ব শিক্ষকের, অভিভাবকের, সরকারি কর্মকর্তার, আমার-আপনার সবার। আসুন, আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই সুন্দর মানুষ গড়ার দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট হই।

প্রফেসর মুহম্মদ খোদা বাখা
কলেজ পরিদর্শক,
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
বোর্ড, কুমিল্লা।